

নাজিরপুরে উপবৃত্তির জন্য খরচ আদায়

নাজিরপুর প্রতিনিধি

পিরোজপুরের নাজিরপুরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উপবৃত্তির টাকা প্রদানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার খরচ বাবদ টাকা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থীদের নামে বরাদ্দকৃত এ টাকা উত্তোলনের জন্য মোবাইলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নামে ডাচ-বাংলা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। এর ফরম পূরণের সময় খরচের অজুহাত দিয়ে উপজেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে '২শ' থেকে সর্বনিম্ন ১০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে। উপজেলার গাঁওখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা জানায়, উপবৃত্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য তাদের বিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত প্রায় ৫০ শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের কাছ থেকে '২শ' টাকা আদায় করেছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা। এতে প্রায়

১ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে। তারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. জাফর বাহাদুর এ টাকা আদায়ের কথা অস্বীকার করলেও নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কাজে নিয়োজিত এক শিক্ষক যুগান্তরকে জানান, প্রতিষ্ঠান প্রধানের নির্দেশে তারা এ টাকা আদায় করেছেন। উপজেলার মাটিভাংগা ডিগ্রি কলেজে একাদশ শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ১০৫ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে '২শ' টাকা করে আদায় করা হয়েছে বলে ওই কলেজের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা জানান। এ ব্যাপারে ওই কলেজের অধ্যক্ষ মো. নজরুল ইসলাম জানান, উপবৃত্তির তালিকাভুক্তদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার কাজে অফিস সহকারীসহ কয়েক শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে কিছু জানান না। উপজেলার পলাশডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৫০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে। উপজেলার

দীঘিরজান মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের তালিকাভুক্ত প্রায় ৪শ' শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের কাছ থেকে ২০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে বলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানান। তবে প্রধান শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন এ টাকা আদায়ের কথা অস্বীকার করে জানান, এ কাজে অনেক খরচ আছে তাই অফিস সহকারী মাঝে মধ্যে কারও কারও কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করছেন। হাজী গনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তির তালিকাভুক্ত প্রায় ৫শ' শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে। ওই বিদ্যালয়ের তারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মলয়েন্দু বোস জানান, ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তে তারা এ টাকা আদায় করেছেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম জানান, এ ব্যাপারে কোনো লিখিত অভিযোগ পেলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।